দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 14 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেলিম ভূঁইয়া অফিসে আসেননি : একে স্কুল এন্ড কলেজ থমথমে

স্টাফ রিপোর্টার

বেপরোয়া শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া গতকাল (রোববার) একে স্কুল এন্ড কলেজে আসেননি। গত শনিবার একজন অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় তিনি ও তার মদদপুষ্টরা আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছেন বলে পৃঃ ১১ কঃ ৪

সেলিম ভূঁইয়া অফিসে

(১-এর পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে। সূত্র জানায়, গতকাল একে স্কুল এবং স্কুল আশপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করেছে। বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সংগঠক ও মনিপুর একে স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপালের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মনিপুরবাসী ও অভিভাবকেরা তার ওপর তীব্র ক্ষুব্ধ। এলাকার বাসাবাড়ীতে, রাস্তায়, দোকানে, চায়ের টেবিলে সর্বত্রই লোকজন সেলিম ভূঁইয়ার প্রতি ভর্ৎসনা জানান। সূত্র জানায়, অভিভাবক চান মিয়া লাঞ্ছিত হওয়ার কয়েক মাস আগেও সেলিম ভূঁইয়া একজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন। চান মিয়ার লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার বিচারকার্য আজ সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সেলিম ভূঁইয়া বিচারকার্য সম্পাদনে নিয়োজিতদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

কুমিল্লা জেলায় 'টক অব দ্য টাউন'

দাউদকান্দি থেকে এ কে এম সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, রাজধানী ঢাকার মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ সেলিম ভূঁইয়া জামায়াত-বিএনপি সরকারের শাসনামলে ৬টি কলেজ রদবদল করেছেন। প্রতিটি কলেজে তার লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। কুমিল্লা জেলার শতাধিক কলেজকে এমপিভুক্ত করার নামে প্রায় ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তার মধ্যে ১০/১৫টি কলেজ এমপিওভুক্ত করলেও বাকি কলেজগুলো এমপিওভুক্ত না করে আত্মসাত করার অভিযোগে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে প্রায় ৩০টির ওপর অভিযোগ জমা রয়েছে। যা তদন্ত চলছে। জামায়াত-বিএনপি সরকার শাসনামলে তিনি এ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনের কমিটি ও সদস্য করার নাম করে কুমিল্লা অঞ্চল থেকে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এ নিয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া হয়েছে। বিগত ৫ বছরে প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়া তার নিজ গ্রাম মেঘনা উপজেলার মাধবপুর ও তার আশপাশে ৩০ বিঘার ওপর জমি ক্রয় করেছেন। প্রতি বিঘা জমির মূল্য ৩/৪ লাখ টাকা করে খরিদ করেছেন। রাজধানী ঢাকার বাসাবো এলাকায় রয়েছে তার সুরম্য অট্টালিকা বিল্ডিং। যেখানে তিনি বর্তমানে বসবাস করছেন। কক্সবাজারে রয়েছে তার ১০ কাঠা জায়গা, রাজধানী ঢাকার কলাবাগানে জায়গা ছাড়াও সিলেট রোডে তার ৫টি বিলাসবহুল বাস রয়েছে। তাছাড়া নামে-বেনামে জায়গা সম্পত্তি ছাড়াও ব্যাংকে রয়েছে কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায় করার নামে আন্দোলন করার কথা বলে কুমিল্লা অঞ্চল থেকে কয়েক লাখ টাকা চাঁদা তুলে এনেছে। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে হোমনা মেঘনা উপজেলায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম সরকারের কাছ থেকে প্রায় ৫ লাখ টাকা নিয়ে নির্বাচনী কেন্দ্রের খরচের কথা বলে নির্বাচনের পূর্বের দিন রাতে প্রচার করে এই টাকা চুরি হয়ে গেছে। আসলে এই টাকা চুরি হয়নি নিজেই এই টাকা চুরির কথা বলে আত্মসাত করেন। এই টাকা নিয়ে বহু শালিস হবার পরও কিছু টাকা ফেরত দিলেও বাকি টাকা ফেরত দেয়নি। প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে দৈনিক ইনকিলাবে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর সকল শ্রেণীর জনগণ তার বিচার দাবীসহ তাকে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছেন। সেই সাথে তার অবৈধ উপায়ে অর্জিত নগদ টাকা, সহায় সম্পত্তি দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে মামলা করে বাজেয়াপ্ত করার জন্য মেঘনা উপজেলার সকলেই প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার আপন ভগ্নিপতি মেঘনা উপজেলার সাবেক বিএনপি'র সভাপতি, মানিকারচর এসএস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন বিগত ৫ বছর স্কুলে অনুপস্থিত থেকেও হাজিরা খাতায় সই করে ঠিকাদারী কাজে ব্যবসা করার অভিযোগ সরজমিনে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসী গত ২৯-০৬-০৮ তারিখে এলজিআরডি উপদেষ্টা ও প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডির কাছে এক লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। সেই সাথে তার করা সকল উন্নয়নমূলক কার্য তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন। উক্ত আক্কাস উদ্দিন মাস্টার বিগত ৫ বছরে মেঘনা উপজেলার সর্ব বৃহৎ বাজার মানিকারচর অর্থাৎ মুক্তিগঞ্জ বাজার বলে পরিচিত দোকান বরাদ্দের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই নিয়ে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক অফিস থেকে তদন্তসহ আদালতে পর্যন্ত মামলা হয়েছে। তবে প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার সংবাদ দৈনিক ইনকিলাবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ায় আজ ১৩ জুলাই সমগ্র কুমিল্লা জেলায় 'টক অব দ্য টাউনে' পরিণত হয়েছে। সকল শ্রেণীর জনগণের একই ভাষা, টাউট সেলিম ভূঁইয়া এবার ধরা খাইছে।